সংবাদ

14 APR 2013
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

গোলটেবিল বৈঠকে অভিযোগ

কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট বিক্রি ও অবৈধ ক্যাম্পাস বাণিজ্য করছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে সার্টিফিকেট বিক্রি করছে ও অবৈধভাবে শাখা ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষা বাণিজ্য করছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে এখন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশে শাখা খুলে শিক্ষা বাণিজ্য করার সুযোগ দেয়ার পাঁয়তারা করছে সরকার।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) নেতারা গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এ অভিযোগ করেন। 'রুলস ফর অপারেশন অফ ফরেন

বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

বেসরকারি : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি আবুল কাসেম হায়দার। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আইইউবিএটির অধ্যাপক ড. মুজিবুর রহমান খান।

সভায় জানানো হয়, 'বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১২' তৈরি করছে সরকার।

দারুল ইউনিভার্সিটির নামেও দেশের বিভিন্ন জেলায় অবৈধ শাখা খুলে শিক্ষা বাণিজ্যের অভিযোগ আছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে দারুল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. শামসুল হক বলেন, বর্তমানে দেশে ৭৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলো পরিচালনায় প্রয়োজনীয় শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এতে ব্যাহত হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম।

তিনি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করে বলেন, দেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে হলে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' এর আলোকেই তা হতে হবে। আলাদা বিধিমালার প্রয়োজন নেই। কারণ এখানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা চালু হলে উচ্চশিক্ষায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

সম্প্রতি এক প্রভাবশালী শিল্পপতির ছেলে অবৈধভাবে দখলে নিয়েছে ইবাইস ইউনিভার্সিটি। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নানা অভিযোগও আছে। এক বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যও নেই। আলোচনায় অংশ নিয়ে ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর আতিকুর রহমান বলেন, বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়েই ইউজিসির যথাযথ তদারকি নেই। এখন আবারও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা চালুর অনুমতি দেয়ার চেষ্টা চলছে।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটি অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত নিম্ন আয়ের লোকজন এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তিনি দাবি করেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, প্রতিবন্ধী, খেলোয়াড় ও সংস্কৃতিকর্মী এবং একই পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে তাদের টিউশন ফি ছাড় দেয়া হয়।

তিনি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালার বিরোধিতা করে বলেন, এটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও অবমাননাকর। তিনি আরও বলেন, ৪০০/৫০০ টাকা দিয়ে আমেরিকায় উচ্চ ডিগ্রি কিনতে পাওয়া যায়। এই অবস্থা বাংলাদেশে চলার সুযোগ দেয়া যায় না।

আবুল কাসেম হায়দার বলেন, ৫টি কয়েকটি ছাড়া বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই মান রক্ষার চেষ্টা করছে। তিনি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার অনুমোদনের বিরোধিতা করে বলেন, যদি বিধিমালা করতেই হয় তা হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আলোকে।

গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য রাখেন, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর মুরুল ইসলাম, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আবদুল লতিফ মাসুম, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ ড. মুস্তফা রহমান প্রমুখ।